Department of Political Science

Dumkal College

Teacher: SAMIUL MONDAL

For 5th Semester Honours Students

উত্তম সরকার প্রসঙ্গে মিল(Mill on Best Form of Government): জন স্টুয়ার্ট মিল সরকার প্রসঙ্গেও তাঁর সুচিন্তিত মতামত উত্থাপন করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'কনসিডারেশনস অন রিপ্রেজেন্টেটিভ গভর্নমেন্ট' (Consideration on Representative Government-1859)-এর মধ্যে সরকারের শ্রেষ্ঠ রূপ সম্পর্কে আলচনা করেছেন। তিনি সরকার প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন যে, রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান বা সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তা মানুষের দ্বারা পরিচালিত হয়ে কাজ করে। সরকার কখনোই নিজে থেকে কিছু করতে পারে না, তা মানবিক সংস্থার দ্বারা সৃষ্ট হয়ে থাকে। তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই তিনি বলেছেন সরকার বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কোনো গাছ নয় যে পুতে দিলে আপনাআপনি বেড়ে উঠবে, তাকে প্রতিটি পর্যায়ে মানুষ যেভাবে পরিচালনা করবে সেইভাবেই পরিচালিত হবে। শাসকবর্গের ওপর নির্ভর করে তাঁর ভালো বা খারাপ হওয়া। মিল এই শাসকবর্গের পরিচালন নীতির ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারকে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন সার্বভৌম ক্ষমতা সমগ্র সমাজের ওপর ন্যস্ত থাকলে তা আদর্শগত দিক থেকে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। আর বর্তমান বৃহদায়তন সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে সকল মানুষের হাতে ক্ষমতা দেওয়া সম্ভব নয়, তাই প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করা উত্তম বলে মনে করা হয়।

মিল আদর্শ সরকার হিসেবে প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো –

১। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation): মিল প্রতিনিধিত্বমূলক গনতন্ত্রকেশ্রেষ্ঠ সরকার হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কারণ-

ক) এই সরকার জনগনের সদগুন ও বুদ্ধির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে,

খ) এই সরকার জনগণের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে ঘটাতে উদ্যোগী হয়,

গ) এই শাসন ব্যবস্থায় নাগরিকদের মধ্যে খুব সহজে ভাবের আদানপ্রদান ঘটে ফলে ভালো নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটতে পারে,

ঘ) এই শাসনব্যাবস্থা মুক্ত আলচনার মাধ্যমে সত্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে।

তবে তিনি এই সরকারকে অন্ধভাবে বিস্বাস করারও পক্ষপাতি ছিলেন না। এই সরকারের সদস্যরা কতটা নৈতিক বৌদ্ধিক ও কর্মতৎপরতার মাধ্যমে নাগরিকদের উপরোক্ত গুণাবলীর উন্নতিসাধনে ব্রতি হয় তার ওপর সরকারের ভালো মন্দ নির্ভর করছে। তিনি প্রতিনিধিত্বমূলক

DUMKAL COLLEGE

সরকারের প্রতি আস্থা রাখলেও এর ত্রুটিবিচ্যুতির সম্পর্কেও সজাগ ছিলেন তাই শর্তসাপেক্ষ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিয়েছেন। শর্তগুলি হলো–

১) এই সরকারকে সফল করতে হলে জনগণকে সক্রিয় হতে হবে, জেনো তারা সরকারের প্রকৃতি অনুধাবন করতে আগ্রহী থাকে।

২)নাগরিকদের মধ্যে গনতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে টিকিয়ে রাখার ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকতে হবে।

৩) সরকারের লক্ষ পূরণের ক্ষেত্রে জনগণের ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকতে হবে।

তবে কয়েকটি বিষয় গণতন্ত্রের বিকাশের পথে বাধা হতে পারে। যেমন–

১) রাষ্ট্রের নাগরিকগন যদি শাসন করার তুলনায় শাসিত হবার মানসিকতা সম্পন্ন হয়,

২) সামরিক শক্তির প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকারি হয়,

৩) নাগরিকগন রাজনৈতিক দিক থেকে অসচেতন হয় ও নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন হয় ইত্যাদি। তাঁর মতে এই সমস্ত বাধাগুলো দূর করতে পারলে যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে।

২।ভোটাধিকার (Voting Rights): মিল ভোটাধিকার প্রসঙ্গেও তাঁর সুচিন্তিত মতামত রেখে গিয়েছেন। তিনি লিঙ্গ ভেদে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার ধারণা থেকে সরে এসে নারীপুরুষ সকলকে ভোটদানের অধিকার দেবার কথা বলেন। তবে এক্ষেত্রে সকলে ভোটদানের অধিকার ভোগ ও প্রয়োগ করতে সক্ষম নয় বলেও তাঁর মত। তিনি অশিক্ষিত ও অযোগ্য মানুষের শাসন থেকে সংসদীয় গনতন্ত্রকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সার্বজনিন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পরিবর্তে মেধা ও সম্পত্তির নিরিক্ষে একাধিক ভোটদানের নীততে আস্থা রেখেছেন। তাঁর মতে শিক্ষা ও সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি অশিক্ষিত ও সম্পত্তিহীন ব্যক্তি অপেক্ষা অধিকতর দায়িত্বশীল ও সচেতন হবে। মিল সমাজের শিক্ষিত ও নৈতিক দিক থেকে উন্নত সকল শ্রেণির (দুর্বল ও দরিদ্র শ্রেণি সহ) মানুষকে ভোটাধিকার দেবার কথা বলেছেন। অর্থাৎ মিলের মতে ভোটাধিকার হবে সার্বজনিন, কিন্তু শিক্ষার উপর নির্ভরশীল।

ভোট সংখ্যার প্রসঙ্গে মিল সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের পাশাপাশি বহু ভোটের নীতিতে আস্থা রেখেছেন। বিশেষ যোগ্যতার ভিত্তিতে ভোটের সংখ্যা নির্ধারিত হবে বলে তিনি মনে করেন। যেমন সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি অপেক্ষা উচ্চশিক্ষিত নাগরিক, শ্রমিক অপেক্ষা ম্যানেজার তাদের যগ্যতার কারণে একাধিক ভোটাধিকার ভোগ করবে।

ভোটদানের ক্ষেত্রে বেন্থাম ও জেমস মিলের গোপন ব্যলট পদ্ধতিকে সমর্থন করেননি জে এস মিল। সংসদের নির্বাচনের ক্ষেত্রে দুর্নিতিমূলক আচরণ বন্ধ করতে গোপন ব্যলট পদ্ধতির পরিবর্তে প্রকাশ্য ভোটদান পদ্ধতি অধিক কাম্য বলে মনে করেছেন তিনি। কারণ গোপন ব্যলট পদ্ধতিতে নির্বাচক দায়িত্বহীন ভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে এবং এই পদ্ধতির ফলে সাধারণের স্বার্থ উপেক্ষিত হয়ে ব্যক্তিস্বার্থ প্রশ্রয় পেতে পারে। ফলস্বরুপ বিভিন্ন দুর্নীতিমূলক কার্যাবলি সম্পাদিত হতে পারে। অন্যদিকে প্রকাশ্য ভোটদানের ফলে সেই সমস্ত দুর্নীতিমূলক কাজথেকে দুরত্ব বজায় রেখে সমাজের সামগ্রিক স্বার্থসম্পন্ন সরকার গড়ে তুলতে সক্ষম হবে।

DUMKA COLLEGE

৩।সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্ব (Minority Representation): উত্তম সরকারের একটি গুরুত্বপুর্ণ বৈশিস্ট্য হিসেবে মিল সংখ্যালঘুর প্রতিনিধিত্বের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারি জনপ্রতিনিধিদের আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করা হলে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে ব্যর্থ প্রতিনিধিদের প্রতিনিধিত্বের কনো সুযোগ থাকবেনা। ফলে সমাজের সংখ্যালঘু শ্রেণির মতামত উপস্থাপনের কোন সুযোগ থাকবে না। তাই তিনি সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সমাজের প্রতিটি অংশকে আইনসভায় যুক্ত করার পাশাপাশি সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার ও দাপট থেকে সমাজকে রক্ষা করবে। তাঁর মতেঃ "In a really equally democracy, every or any section would be represented not disproportionately, but proportionately." অর্থাৎ প্রকৃত গনতন্ত্রে সমাজের প্রতিটি অংশের প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই সামানুপাতিক হবে।

৪। পার্লামেন্টের ভূমিকা (Role of Parliament): মিলের মতে আদর্শ শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের ভূমিকা হবে খুবই গুরুত্বপুর্ণ। কারণ বর্তমান জটিল শাসনব্যবস্থায় সরকারকে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে হলে তার ওপর নিয়ন্ত্রন বজায় রাখা খুবই জরুরী। আর সেই নিয়ন্ত্রন বজায় রাখবে পার্লামেন্ট বা সংসদ। পার্লামেন্টের কাজে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে সদস্যদের বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার পাশাপাশি আঞ্চলিকতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নিজ স্বার্থ অনুযায়ী পরিচালিত হবার থেকেও দূরে থাকতে বলেছেন। তবে নির্বাচনের খরচ প্রার্থীকে বহন করতে দেওয়া যাবে না বলেও তাঁর মত। তিনি এও বলেছেন যে, নিম্ন মানের শিক্ষিত ব্যক্তিদের দ্বারা উচ্চমানের শিক্ষিত, জ্ঞানী, গুনী ব্যক্তিগন যেন শাসিত না হন সেদিকেও নজর রাখতে হবে।

৫। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local Self Government): মিলের মতে উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থার উপরেও যথেস্ট আস্থা রাখবে। বর্তমান সময়ে স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের গুরুত্ব সম্পর্কে আমরা সকলেই অবগত আছি এবং এটাও গুরুত্বপুর্ণ যে গনতন্ত্র ও বিকেন্দ্রীকরণ ধারনাদুটো একে অন্যের সঙ্গে জড়িত। বিকেন্দ্রীকরনের ধারনাটি স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। তার কারণ হিসেবে তিনি কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেছেন। যেমন–

ক) স্থানীয় শাসনব্যবস্থার সঙ্গে স্থানীয় সাধারণ মানুষ সরাসরি যুক্ত থাকে এবং তারা স্থানীয় স্বার্থের সঙ্গে জড়িত বিষয়গুলো সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল হয়ে থাকে। ফলে গ্রাম বা শহরের অভ্যন্তরীণ প্রয়োজন বা সমস্যাগুলো খুব সহজে পুরণ করা যায়।

খ) মিলের মতে একএকটি রাষ্ট্রের কাজের পরিধি এত ব্যপক হতে পারে যে, একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা তা সম্পন্ন করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। ফলে জাতীয় ও আঞ্চলিক স্বার্থের ক্ষতি হতে পারে। এই ক্ষতি আটকাতে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতার বন্টন করা খুবই জরুরী।

গ) স্থানীয় স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে খুবই জরুরী। কারণ গণতন্ত্র তখনই সফল হতে পারে যখন সেখানকার মানুষ গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন হয়ে থাকে। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার কাজে নাগরিকগণ সরাসরি যুক্ত হবার ফলে সাধারণ মানুষের মধ্যে নাগরিক চেতনা ও প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি গনতন্ত্রকেও সফল করে তুলতে সাহায্য করে।

DUMKAL COLLEGE